ভোরের কাগজ

NOV. 16 2001

মিরপুরে শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহারে নালন্দা শিশু শিক্ষালয়ের উদ্বোধন

কাগজ প্রতিবেদক : আজ দেশের এক ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বাস করছি আমরা। ধ্বংসপ্রাপ্ত আমাদের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা। এ রকম জীবন বিমুখ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অনুপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা আর কোথাও নেই বিশ্বের। যে যতো আগুবাক্যই উচ্চারণ করুক না কেন, এ কথা সত্যি এতোসব শিক্ষায়তন থেকে আজ আর একজন বাঙালিও বের হচ্ছে না। তবুও এরই মধ্যে যে নিবু নিবু আশা, সেটুকুই আজ উসকে দিলো 'নালন্দা' শিক্ষাসত্র। এই আলো, অগ্নিকণাই একদিন ছড়িয়ে পড়বে পুরো দেশে, গোটা বিশ্বে।

নগরীর মিরপুর শাক্যমুনি বৌদ্ধবিহার কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে 'নালন্দা' নামে একটি নতুন ধরনের শিশু শিক্ষালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ হাসান আজিজুল হক এ কথা বলেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে দীপ জ্বালিয়ে তিনি এটির উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী নীলুফার বানুর পরিচালনায় উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষাবিদ-শিল্পী সনজিদা খাতুন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে হাসান আজিজুল হক আরো বলেন, যে স্বাতন্ত্র্য, ঐতিহ্য ও শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে আমরা বেঁচে থাকতে চাই, প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো পুরোপুরি না বদলালে তা কখনই আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তিনি উচ্চ শিক্ষার সমালোচনা করে বলেন, উচ্চ শিক্ষা চুলোয় যাক। প্রাইমারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক পরিকল্পনায় ঢেলে সাজাতে হবে। যেন একটি শিশুও শিক্ষা থেকে বাদ না যায়। তিনি আশা প্রকাশ করেন 'নালন্দা' সেই দায়িত্বটিই পালন করবে।

সভাপতির ভাষণে সনজিদা খাতুন বলেন, সারা জীবন মানুষ হওয়ার জন্য চেষ্টা করেছি। কতোটুকু পেরেছি জানি না। কিন্তু আমাদের সন্তানরা যেন পাঠ কক্ষের বাইরেও ফুল, পাখি আর গাছের পরিচয় জেনে, হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিখে প্রকৃতই একজন মানুষ হতে পারে, সে লক্ষ্যেই এ প্রতিষ্ঠানকে পরিকল্পনা। শিক্ষানুরাগী নীলুফার বানুও সন্তানদের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের প্রতি উৎসুক হয়ে প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানান।

'নালন্দা' শিক্ষাসত্রর কর্তৃপক্ষ জানান, ব্যতিক্রম এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাড়ে ৩ থেকে সাড়ে ৬ বছর বয়সের শিশুদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তির ব্যবস্থা আছে। আধুনিক শিক্ষা উপকরণে সজ্জিত শ্রেণীকক্ষে বিজ্ঞানভিত্তিক লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানস-বিকাশের জন্য দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে শিশুদের। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষার শক্ত ভিত তৈরির পাশাপাশি শিশুদের খেলা ও প্রকৃতি-পাঠ উপযোগী বাগানও থাকবে প্রাঙ্গণে। এখানে শিশুদের জন্য পৃথক ছবি আঁকা ও গান শেখারও ব্যবস্থা আছে।

নতুন ধরনের এই শিশু শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন শিক্ষাবিদ ও শিল্পী সনজিদা খাতুন এবং সহঅধ্যক্ষ শিক্ষানুরাগী নীলুফার বানু। এর পরিকল্পনা পরিষদের সঙ্গে যুক্ত আছেন বিশিষ্ট সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ও প্রবীণ সাংবাদিক ওয়াহিদুল হক এবং চট্টগ্রামের আদর্শ শিক্ষালয় ফুলকি-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সাহিত্যিক আবুল মোমেনসহ শিক্ষাবিদ খান সরওয়ার মুর্শিদ, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, হাসান আজিজুল হক, সনৎকুমার সাহা, দ্বিজেন শর্মা প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের উদ্ভিদবিদ দ্বিজেন শর্মা, জাহানারা নওশীন, অর্থনীতিবিদ আতিউর রহমান, বিপ্লব বালাসহ দেশের বিশিষ্ট শিক্ষক, চিত্রশিল্পী ও নাট্যশিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে নৃত্য, আবৃত্তি, নৃত্যগীত ও সম্মিলিত সঙ্গীত